ভূতটুত যতসব

আলেখ্যদর্শন

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

এক

অবেলায় ঘুমিয়ে পড়ে একটা স্বপন দেখছিলাম। দেখি কি, শেষ ট্রেন ধরতে না পেরে আমাকে একটা স্টেশনে রাত কাটাতে হচ্ছে। অজ মফস্‌সলের ছোটো স্টেশন। রাতে আর গাড়ি নেই। লোকজনও নেই কোথাও। টিকিটবাবু অনেক আগেই তাঁর ঘর বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছেন। একটা কুলি শুধু একধারে বসে ঝিমোচ্ছে।

টিকিটঘরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে আমিও একটা কোণ বেছে নিয়ে বসে পড়ি। এইরকম ঝমঝম ঝিঁঝির ডাক কতদিন শুনিনি। একটু চা যদি পাওয়া যেত। এইসব ভাবছি, হঠাৎ দেখি কড়িকাঠের আড়ায় বসে আছে একটা গম্ভীরমুখ সাদা প্যাঁচা; আর তার থেকে খানিক দূরত্ব রেখে একটা হুলো বেড়াল।

হুলো মস্ত একটা হাই তুলে বলল, 'বড্ড গরম'! গোমড়ামুখো প্যাঁচা কোনো জবাব দেয় না। হুলো তখন

আড়মোড়া ভেঙে আরেকটু সরে এসে বলে, 'গরম লাগছে না তোমার?' প্যাঁচা এবার কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'গরম তো লাগবেই। সারা পৃথিবী গরম হয়ে উঠেছে, কত লেখালেখি হচ্ছে তা নিয়ে। এতো সবাই জানে।'

প্যাঁচার কাছে পাত্তা না পেয়ে হুলো এবার লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে আসে। প্যাঁচা একইরকম গম্ভীর মুখ করে

বসে থাকে। প্যাঁচারা বোধহয় জ্ঞানী হয়। ইংরেজি সাহিত্যে এরকম আছে শুনেছি। আমাদের এক কবিও তো প্যাঁচাকে বলেছেন 'প্রগাঢ় পিতামহী'। সে অবশ্য ছিল থুরথুরে বুড়ি আর অন্ধ। এ-প্যাঁচাটা কিন্তু বেশ ডাঁটো মনে হয়। ভাবতে ভাবতে দেখি, আরে! প্ল্যাটফর্মের ওধার দিয়ে একটা নেংটি ইঁদুর ছুটে যাচ্ছিল। প্যাঁচা একেবারে লাফ দিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ের ওপর। নেংটিও কম সেয়ানা নয়। সে একেবারে অ্যাবাউট-টার্ন করে লাইন পেরিয়ে ওপারের ঝোপঝাড়ের দিকে পালায়। যাঃ! স্পষ্ট শুনতে পাই হুলোটা তার দুই থাবায় হাততালি দিয়ে বলছে, 'পারলে না তো'!

প্যাঁচা শুনতে পেল কিনা জানি না। সে আবার গ্যাট হয়ে বসেছে তার জায়গায়। এই প্রথম দেখলুম, সে একবার হাই তুলল, দুবার পিটপিট করল চোখ। ততক্ষণে হুলোর

পাশে তার মেনিও চলে এসেছে। বললে বিশ্বাস করবেন না, শুনতে পেলুম মেনি হুলোকে বলছে, 'লোকটার ঝোলায় নিশ্চয় কিছু খাবারটাবার আছে। ওটা হাতাতে হবে।'

হুলো বলল, 'ওটাই হয়তো লোকটার রাতের খাবার। নেওয়াটা কি ঠিক হবে?'

মেনি ল্যাজ ঘুরিয়ে ভেংচে ওঠে: 'তা তো বলবেই। নিজে খাবার জোগাড় করেছ কোনোদিন? সে-ভার তো আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছ!'

হুলো মি-মি করে: 'আমাদের মানে কী?'

মেনি গোঁফ ফুলিয়ে বলল, 'আমাদের মানে মেয়েদের। মেয়েরাই খাবার জোগাড় করেছে চিরকাল। ইতিহাস-টিতিহাস পড়োনি কিছু?'

হুলো কিঁউ কিঁউ করে বলল, 'আমি কি পড়তে জানি?'

—আহা চোখে দ্যাখো না! মানুষদের সংসারে মেয়েরাই রাঁধেবাড়ে, অভাবের দিনে চেয়েচিন্তে দুটো চাল জোগাড় করে আনে। আর ব্যাটাছেলেগুলো বসে বসে খায়। ঘেন্না ধরে গেল বাপু পুরুষজাতটার ওপর!

এই বলে 'আ-ও-ও' করে একটা আওয়াজ করে মেনি স্টেশনের বাইরে চলে যায়। হুলোটাও দেখি তার পিছু নিয়েছে। আমি কাঁধের ঝোলাটাকে পেছনে দিয়ে একবার শুধু চোখ বুজিয়েছি, হঠাৎ শুনি চিৎকার-চ্যাঁচামেচি। অদ্ভুত